গাংনীতে ২দিন ব্যাপী উন্নয়ন মেলা সমাপ্ত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে গাংনীতে উন্নয়ন মেলা ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত উন্নয়ন মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানে অলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন।

তিনি বলেন, যারা আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে আন্দোলন করছেন তারা মোদীর বিরুদ্ধে নয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। যারা এর নেপথ্যে কাজ করছে তারাই অতিতে ভারতের চাটুকারিতা করেছে। যে কোন ইস্যু নিয়ে হট্টোগল করা হচ্ছে,মসজিদ মাদ্রাসায় যারা আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত করে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করবে বা উস্কানি দেবে তাদের অংকুরেই দমন করা হবে। এর জন্য প্রশাসনকে তৎপরতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি আরো বলেন দেশ আজ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। তবুও বর্তমান সরকার উন্নয়ন করেছে। উন্নয়ন হয়েছে এবং এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যত উন্নয়ন হয়েছে তা বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই হয়েছে। আওয়ামীলীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় আসে তখই উন্নয়ন হয়। আর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় আসলে লুট তরাজে লিপ্ত হয়। তিনি আরো বলেন দেশে অরাজকতা সৃস্টিকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে প্রশাসনকে। উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত দু’দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলার সমাপনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এমএ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেজা মোহাম্মদ সেলিম শাহনেওয়াজ এর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার। বিচারক মন্ডলির বিবেচনায় এবছর উন্নয়ন মেলার ২২ টি স্টলের মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিস কে প্রথম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে দ্বিতীয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্◌্র বিমোচন অফিসকে তৃতীয় নির্বাচিত করে পুরুস্কৃত করা হয়েছে। অন্যান্যদের দেয়া হয়েছে শান্তনা পুরুস্কার।

হেফাজতের ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিল

মৌলবাদী ও সম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর রাষ্ট্রবিরোধী অপ-তৎপরতা ও হরতালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা হেফাজতের বেআইনি হরতাল ও নাশকতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন করছে, তখন রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। এদের প্রতিহত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এখনই রুখে না দাঁড়ালে মৌলবাদীদের সাহস বেড়ে যাবে। সাহস বেড়ে গেলে এরা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীকে দাঁতভাঙা জবাব দেবে যুবলীগ।

তিনি আরও বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে উন্নয়নের দিকে, ঠিক তখনই স্বাধীনতার পরাজিতরা দেশে

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে। তাদের সে স্বপ্ন সফল হবে না। বাংলাদেশ যুবলীগ সবসময়ে শেখ হাসিনার ভ্যানগার্ড হয়ে থাকবে। তিনি মেহেরপুর সহ দেশের সকলস্তরের জনগণ হরতাল পালন না করতে উদাত্ব আহবান জানান।

জেলা যুবলীগের সদস্য ইয়ানুচ আলী,মাহবুব হাসান ডালিম, সাজেদুর রহমান সাজু, সাইদুর রহমান উজ্জল, শেখ সারাফত, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান অপু, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, বুড়িপোতা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি উজ্জল হোসেন,

সাধারণ সম্পাদক রুমেল হোসেন, কুতুবপুর ইউনিয়নের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, রায়হান উদ্দিন মুন্ট, আমদাহ ইউপি যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, বারাদি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রিংকু মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আলহামদু, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আজিজুল হক মংলা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল মল্লিক, মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মফিজুল ইসলাম মজনু, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক মিঠু,

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বিপ্লব হোসেন, আমঝুপি ইউপি যুবলীগের সভাপতি সামসুজ্জামান চমন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্বাস আলী, কাজল শেখসহ দলীয় নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদির আগমনের প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম, হাটহাজারীসহ সারা দেশে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা ও ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হেফাজতে ইসলাম।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে

মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আজ শনিবার দিনব্যাপী মেহেরপুর প্রতিদিন’র হোটেল বাজারের প্রধান কার্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

১ম অংশে মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ গোলাম রসুল ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এসময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন হাটি হাটি পা পা করে তিন বছর অতিক্রম করে চার বছরে পদার্পণ করলো। আমার মনে আছে হোটেল বাজারে সাবেক নৌ মন্ত্রী শাহজাহান খান উপস্থিত থেকে এই পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। আমি আশা করি আমরা সবাই মিলে এই পত্রিকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাথে আছি। মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মনে আস্থার জায়গা করে নিয়েছে। এই জেলার মুজিবনগরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। মেহেরপুর প্রতিদিন মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি মেহেরপুর জেলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তুলে ধরছে। জনগণের সংগ্রাম-দুঃখ-কষ্ট-হাসি-কান্নার খবরগুলো বস্তুনিষ্টভাবে তুলে ধরছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

২য় অংশে মেহেরপুর প্রতিদিনের গাংনী প্রতিনিধি আকতারুজ্জামানের সঞ্চালনায়, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাঈদ, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি

তোজাম্মেল আজম, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুনসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দলিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে প্রায় ৫০ বছর আগে, প্রস্তুতি চলছে স্বাধীনাতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা যুদ্ধাক্রান্ত জনগষ্ঠী একটি কালের সাক্ষী, ইতিহাসের সাক্ষী, লড়াইয়ের সাক্ষী। কোটি কোটি মানুষের নির্যাতিত হওয়ার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করে প্রকাশনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলিত কন্ঠ এই বিষটির গুরুত্ব বিবেচনা করেই “স্বাধীতা সংগ্রাম ও দলিত জনগোষ্ঠী” শিরনামে একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা অত্যন্ত প্রসংশনীয় উদ্যোগ।

মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কেমন ছিলেন, কি করেছেন, যুদ্ধে কোনো অবদান রেখেছিলেন কি না-নানান বিষয় নিয়ে কথা হয় সেই সময়ের প্রত্যক্ষ করা প্রবীণ দলিতদের সাথে।

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন গ্রাম গভীপুরে বসবাস করেন অশিত কুমার বিশ্বাস (৮৩), বিশ্বনাথ কর্মকার (৭০), মুক্তিনাথ বিশ্বাস (৭৩), রঞ্জিত কুমার দাস (৭৪), বিদ্যুৎ কুমার দাস (৬৭), সমির কুমার বিশ্বাস (৬৫), পরেশ বিশ্বাস (৮৫), শহরে বসবাসরত বাশরী মোহন দাস
(৬৬) এবং গাংনী উপজেলার শিমুল তলা গ্রামের নীলমনি গোস্বামী (৭১) সহ কথা হয় অনেকের সাথে।

৭১ সালে অশিত কুমার বিশ্বাসের বয়স ৩৩ বছর। যুদ্ধের বর্ননা দিলেন এভাবেÑ হটাৎ হেলিকপ্টারে বোমার আক্রমণ, অনেক মানুষ হতাহত হলো। মেহেরপুর হাসপাতালের পাশেই আমার লন্ডির দোকান। অনেক আহত মানুষ হাসপাতলে ভর্তি হলো। আমি ততক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ঔষধ আনা, ডাক্তারের হুকুম মত সেবা করা, আহতদের

স্বজনদের কাছে খবর পৌঁছানোর কাজগুলো করেছি। মেহেরপুরের এমএনএ ছহিউদ্দীন মিয়ার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার আবেদন করলে উনি বলেছিলেন, তোর সংসার বড়, অনেক ছেলেমেয়ে ভাই-বোন, বাবা-মা তুই একা উপার্জন করিস তাই সংসার ফেলে যুদ্ধে গেলে ওরা খাবে কি? কিছুদিনের মধ্যেই এলাকার রাজাকাররা হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করলো উপায়ন্তর না পেয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে ভারতে চলে যাই।

মুক্তিনাথ বিশ্বাস বলেন, মেহেরপুরে থেকে অনেকের সাথে কুষ্টিয়ার গিয়েছি পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করার জন্য। ভৈরব নদের পাড়ে মানুষ মেরে গর্তে পুতে রাখতে দেখেছি নিজ চোখে। গভীপুর গ্রামের সকলের পরিচিত রাজাকার ভৈরব নদের নৌকার মাঝি আওলাদ হোসেন। সে কোন মুক্তিযোদ্ধা বা হিন্দুদের নৌকায় পারাপার করত না। স্বাধীনতা বিরোধীরা এমন অত্যাচার শুরু করেছিলো উপান্তর না পেয়ে ভারতে পালিয়ে যাই। স্বাধীনতার পর বাড়িতে এসে দেখি কোন ঘর-বাড়ি বলে কিছুই নেই, সব পুড়িয়ে ফেলেছিলো। পরবতীর্তে শুনেছি মুক্তিযোদ্ধারা আওলাদ মাঝিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

রঞ্জিত কুমার দাসের দেখা মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুরে যাতে পাকিস্তানি আর্মিরা ঢুকতে না পারে সেজন্য গকুলখালি ব্রীজ ও দিনদত্ত ব্রীজের কিছু অংশ ভেঙে দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। তারা লোহার স্লিপার বসিয়ে গাড়ি পার করে মেহেরপুরে ঢুকে পড়ে। তারপরই আমরা পালিয়ে যাই ভারতে। ভারতের বেতায় লাল বাজার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং এর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সংসারে অভাব থাকায় ট্রেনিং না নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সমীর কুমার বিশ্বাস বলেন, আমাদের গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুম চৌধুরীর সাথে অল্প সময় থেকেছি। মেহেরপুরের সেই সময়ের এসডিও তৌফিক এলাহি চৌধুরীর নির্দেশে গ্রমের বীর মুক্তিযোদ্ধা সফর মোল্লকে (ড্রাইভার) দেখেছি, টাকা ভর্তি ছোট গাড়ি নিয়ে ভারতে যাচ্ছিলেন। তারপর যখন পাক হানাদারদের সাথে এলাকার রাজাকাররা অত্যাচার শুরু করলো তখন পরিবার নিয়ে ভারতে পালিয়ে যাই। স্বাধীনতার পর ফিরে এসে বাড়ি-ঘর বলতে কিছুই পায়নি, ওরা সবই পুড়িয়ে দিয়ে ছিল।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট লেখক এবং কবি বাশরী মোহন দাস বলেন, ৭১ এর যুদ্ধটি ছিলো জনযুদ্ধ। কিন্তু ইতিহাসে এখনো তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা স্বীকৃত হয়নি। দলিত শ্রেণী সবসময়ই অসচ্ছল, অসচেতন,

শিক্ষা দিক্ষা কম কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের মৌন সমর্থন ছিল শতভাগ।

জীবন রক্ষার তাগিদে হয়তবা তারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। আমার বয়স তখন ১৬ বছর, দশম শ্রেণীর ছাত্র আমি। চোখের সামনে অনেক নির্যাতন হতে দেখেছি। যারা নির্যাতন করলো তাদের নাম গুলো আজও ভয়ে বলতে পারি না। এদেশ থেকে হিন্দু ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও দলিত জনগোষ্টীর তেমন কেউ ভারতে পাড়ি জমায়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে কেউই তাদের বসত ভিটা ফিরে পাইনি। সকলের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি বা এদেশের রাজাকাররা। আমাদের পরিবারও একই পরিণতির শিকার হয়েছিলো।

গাংনীর শিমুলতলা গ্রামের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নীলমণি গোস্বামী বয়স ৭১ বছর। তিনি বলেন একাত্তরে যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৭-১৮ বছর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি অস্ত্র, খাবার ঘাড়ে করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কুঞ্জনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন এবং সহড়াবাড়িয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা পাতান মাস্টার এই দুজনের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। বাবা গ্রাম পুলিশের চাকরি করতো, ট্যাক্স আদায় করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব তাগাদা দিত, বাবা গ্রামের বিভিন্ন কাজে গেলে রাজাকাররা হিন্দু বলে টর্চার করতো। সংসারের অভাব ও বাবা-মায়ের কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা শতভাগ চেয়েছি।

একাত্তরের এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নিবিড় ভাবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলেও মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠীর অনেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। যা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। যুদ্ধের সময়ে এমনও অনেক কাহিনি আছে যা শুনে বেদনায় শিহরিত হতে হয়। বাংলাদেশ হোক সকল সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক দেশ এটিই সকলের চাওয়া।

লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,মেহেরপুর প্রতিদিন ও সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

এসময় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন সহ অন্যান্য বিএনপি নেতা এবং জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজন, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদলের সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্র দলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু, সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন সহ যুবদল, ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে মাইক্রোবাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১৬

রাজশাহীর কাটাখালীতে যাত্রীবাহী বাস, মাইক্রোবাস এবং লেগুনার সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের কাপাশিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কাটাখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মতিউর রহমান যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনাস্থলে ১১ জন এবং হাসপাতালে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

এ ঘটনায় আরও অনেকে আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের রাজশাহী সদর স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুর রউফ বলেন, দুপুরে রংপুর থেকে একটি হায়েস মাইক্রোবাস রাজশাহী আসছিল। পথে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে কাটাখালী থানার সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি হিউম্যান হলারকে (লেগুনা) ধাক্কা দেয়। এ সময় মাইক্রোবাসটির গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে গাড়ির ভেতরেই অনেকে মারা যায়।

আবদুর রউফ আরও বলেন, মাইক্রোবাসটির ভেতরে চার পরিবারের ১৩ জন ছিলেন। সবাই মারা গেছেন। এছাড়া বাসের আরও তিনজন মারা গেছেন।

এদের মধ্যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আর ঘটনাস্থলে মাইক্রোবাসের ভেতর থেকে ১১ জনের লাশ বের করা হয়।

রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক জানান, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন।

মেহেরপুর ২৬মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ

মেহেরপুরে শুক্রবার সকালে শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী পক্ষে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপরে জেলাবাসীর পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষে অতিরিক্ত

পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এর পর পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, এলজিডি, মেহেরপুর সিভিল সার্জেন্ট, জেলা নির্বাচন অফিস, উপজেলা আওয়ামী লীগ, পাবলিক লাইব্রেরী, জেলা সমাজসেবা, জেলা কারাগার, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, গণপূর্ত বিভাগ, জেলা প্রাণিসম্পদ মেহেরপুর, টি টি সি, মেহেরপুর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মেহেরপুর, জেলা পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর পৌরসভা এবং যুবলীগ, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ, মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগ সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পতাকা উত্তোলন

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কর্তৃক সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়।
পতাকা উত্তোলন করেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ও ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহঃ সভাপতি, জহর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক তুরফি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গাজী আবদুল হালিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেসুর রহমান শিলু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, আকবর হোসেন, দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক, ওমর ফারুক।
সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আমির হোসেন। সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল সহ

[redacted]

[redacted]